চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৫ জুন ২০২২

ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পইন উদ্বোধনকালে মেয়র

শিশুকে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে ও মৃত্যু ঝুঁকি কমায়

জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ বুধবার সকালে নগরীর চকবাজারস্থ নাজমিয়ে ডেমিরিল চ্যারিটেবল ক্লিনিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। চকবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকি সেনগুপ্ত, চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, ডা. ইমাম হোসেন রানা, আমিরুল ইসলাম রনজু, আবদুল মান্নান মোজাহেরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী উপস্থিত একটি শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস খাওয়ানো মধ্যদিয়ে চারদিন ব্যপী এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সে সময় তিনি বলেন, ভিটামিন এ অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে শিশুকে রক্ষা করে, শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ডায়রিয়ার ব্যপ্তিকাল ও মৃত্যু ঝুঁকি কমায়। তিনি বলেন, দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া, হামসহ মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ভিটামিন এ ক্যাপসল খাওয়াতে হবে। এছাড়াও কোনো শিশু যদি গত চার মাসের মধ্যে ভিটামিন এ ক্যাপসল খেয়ে থাকে তাকে এই ক্যাম্পেইনে টিকা খাওয়ানো যাবে না। তিনি আরো বলেন, ৬-থেকে ১১ মাস বয়স শিশুকে একটি নীল রঙের প্রায় ৮০ হাজার শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসল ও ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে লাল রঙের প্রায় ৫ লাখ শিশুকে ক্যাপসল খাওয়ানো হবে এবং নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ১২৮৮টি টিকা কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগামী চার দিন এই টিকা খাওনো হবে।

ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনার কার্যক্রম উদ্বোধনকালে সিটি মেয়র

শুমারি কর্মীদের সঠিক তথ্যপ্রদান ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে সহযোগিতা করার আহ্বান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে দেখিয়েছে নতুন স্বপ্ন, জুগিয়েছে নতুন পথ চলার অদম্য প্রেরণা। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী নির্ভূল তথ্য প্রদানের জন্য প্রথম বারের মতো ডিজিটাল শুমারি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উদ্যোগে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। ইতিপূর্বে পাঁচ বার আদম শুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারই প্রথমবারের মতো আদমশুমারি তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম থেকে শুরু করে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। জনশুমারি ও গৃহগননার কর্মসূচী আজ ১৫ জুন হতে ২১ জুন পর্যন্ত সাতদিন ব্যপী চলবে। দেশের প্রকৃত অবকাঠমো ও জনসংখ্যা তথ্যের বৃহৎ উৎস হলো এ শুমারি। ডেল্টাপ্লান্ট ২১০০ রুপকল্প ২০৪১ তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়নে জনশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য উপাত্ত অপরীসিম ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল নাগরিকের দায়িত্ব। তাই শুমারি কর্মীদের সঠিক তথ্যপ্রদান ও তথ্য

সংগ্রহ কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য মেয়র নগরবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সকালে নগরীর নন্দনকানন থিয়োটার ইন্সটিটিউট থেকে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর র‍্যালির উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, নুর মোস্তাফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকি সেনগুপ্ত, সচিব খালেদ মাহমুদ ও মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম প্রমুখ।

নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের ভুমিকা শীর্ষক কর্মশালায় মেয়র
দূর্যোগ মোকাবেলায় বিশ্বে বাংলাদেশ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দূর্যোগ প্রবন দেশ হিসেবে যেমন চিহ্নত তেমনি দূর্যোগ মোকাবেলায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃত। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশের এই সফলতার চাবি কাঠি হচ্ছে দূর্যোগ ব্যবস্থপনার নীতিমালা সমুহ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে কোন দূর্যোগ মোকাবেলায় অনন্য দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিগত করোনা মোকাবেলায় সারা দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উল্লেখ্য যোগ্য ভূমিকায় কারণে দেশব্যাপী আমাদের কর্মকান্ডকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। নগরীতে ইতোমধ্যে ৪১টি ওয়ার্ডে নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেভ দ্যা চিনড্রেন প্রয়াসের সহায়তার নগরীর ৪টি ওয়ার্ডে ঝুঁকিপূর্ণতা হ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। আজকের এই কর্মশালাতে কাউন্সিলরগণ দূর্যোগ মোকাবেলায় তাদের ভূমিকা ও করনীয় সর্ম্পকে অবহিত হয়ে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, আমরা দূর্যোগ মোকাবেলা করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বড় কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। সম্প্রতি সীতাকুন্ডে সংঘটিত অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিনের পর দিন কাজ করেছে এই কাজ থেকে যে অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছে এর থেকে বড় প্রশিক্ষণ হতে পারে না। আজ সকালে নগরীর থিয়োটার ইনষ্টিটিউটে নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভুমিকা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইপসার প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ষ্টান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর জহুরুল আলম জসিম, বর্জ্য বস্থাপনা ষ্টান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, সচিব খালেদ মাহমুদ, সেভ দ্যা চিলড্রেনের পরিচালক মোস্তাক হোসেন, প্রকৌশলী ড. তারেক বীন ইউসুফ, ইপসার নাছিমা বানু, ইপসার পরিচালক পলাশ কুমার চৌধুরী প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী বলেন, এ ধরণের কর্মশালা আয়োজন করা আজকের এই প্রেক্ষাপটে সময়ের দাবি। ঝুঁকি হ্রাস, ঝুঁকির জন্য জরুরী সেবা প্রদান এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় কি ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার এসব বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য কর্মশালার প্রয়োজন রয়েছে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করা না গেলে দূর্যোগ মোকাবেলা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি জন প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দূর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে এই কর্মশালা স্বার্থক হবে।

সিটি মেয়রের সাথে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার ড. বিনয় জর্জ সৌজন্য সাক্ষত করেন। আজ বুধবার বিকালে চসিক অস্থায়ী নগর ভবনে মেয়র দপ্তরের সাক্ষাতকালে তাঁরা উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ করেন। এই সময় মেয়র চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ভারত আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রতীম দেশ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেই সময় আমাদের প্রায় এককোটি লোক ভারতে শরার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ঐ সময় ভারতীয় সরকার এবং জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা কোন দিন ভুলার মত নয়। সেই কারণে আমাদের

বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে। তিনি বলেন, ভারত সরকার নগরীর আলোকায়নসহ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছ যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কপোরেশন এলাকায় জনবদ্ধতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে ডেপুটি হাইকমিশনারের মাধ্যমে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
সাক্ষাত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ড. বিনয় জর্জ বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। চট্টগ্রাম নগরীতে এলইডি লাইট, বন্দরের বহুবিধ ব্যবহার, থিয়েটার কমপ্লেক্স এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ নানা বিষয়ে জি টু জি ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ড. রাজিব রঞ্জন, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম প্রমুখ।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে মেয়র

আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার মুল আদর্শ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আজকের বিদায় অনুষ্ঠানে মুলত বিদায় নয়, এটা তোমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি ধাপ অতিক্রম মাত্র। তিনি বলেন, শুধু শিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন নয় বরং জ্ঞান ও গুণের সমৃদ্ধিতে আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার মুল আর্দশ। তাই নিজেকে আলোকিত ও ভাল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাফল্যের পথ যতই দুর্গম ও ভঙ্গুর হোক না কেন অবিচল নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যম নিয়ে সকল বাধাকে তুচ্ছ করে সাহসের সাথে এগিয়ে চলতে পারলে তোমাদের সফলতা অনিবার্য্য, আমি বিশ্বাস করি আগামীতে তোমরা সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করে এই বিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য ধরে রাখবে। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অপর্ণা চরণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংর্বধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর সলিমল্লাহ বাচ্চু, শৈবাল দাশ সুমন, আবদুস সালাম মাসুম, নাজমুল হক ডিউক, সংরক্ষিত কাউন্সিলর নীলু নাগ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রাণী চাকমা, স্কুল কমিটির সদস্য ওমর আলী ফয়সল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জারেকা বেগম।
মেয়র আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচলনা করা অপরিহার্য। সাংস্কতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উন্নত মননশীলতা তৈরী করা সম্ভব। তিনি চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ তৈরী করার পদেক্ষপ নিবেন বলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।
সভাপতির বক্তব্যে শহীদুল আলম বলেন, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তবে সাফল্য নিশ্চিত। তিনি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথ চলার বিষয়ে এখন থেকে প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাওযার আহবান জানান এবং শিক্ষাজীবনে তাদের সফলতা কামনা করেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত

ফুটপাতে নির্মাণ সামগ্রী রাখার অপরাধে ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বুধবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-৫ এর আওতাধীন জিইসি মোড়স্থ সেন্ট্রাল প্লাজা মার্কেটে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ১ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত ৩০ টাকা,আয়কর বাবদ ৬৩ হাজার,ভ্যাট বাবদ ১৫ হাজার ৯ শত ৭৫ টাকা আদায় করা হয়।
অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন হিলভিউ আবাসিক এলাকায় পরিচালিত অভিযানে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে নির্মান সামগ্রী রাখায় জনসাধারণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই আদালত সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ২ ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩